মূল্য এক পয়সা মাত্র।

কড়াই শুঁটি।

পড়েছ আলুর গর্ব্ব পাঠক সুজন,
কমলা লেবুর গুণ করেছ শ্রবন।
জলের কলের কথা দিয়াছি বলিয়া,
চাসার দুর্দ্দশা যত বলেছি ভাঙ্গিয়া।
কড়াই শুঁটির কথা বলিব এবার,
যার আগমনে হয় বাজার গুল্‌জার।
যশুরে দোকানী যত দোকানে বসিয়া,
সাজায় দোকান আলু, শুঁটি, কলা দিয়া।
টাঙ্গাইয়া রাখে চাঁপা কলা মর্ত্তমান,
সোনার বরণ রূপে জুড়ায় পরাণ।
বিরাজে তথায় শুঁটি দেখিতে সুন্দর,
হরিত বরণ রূপ নেত্রস্নিগ্ধকর।
শুক্তির উদরে যথা মুক্তা বাস করে,
কড়ায়ের দানা তথা শুঁটির ভিতরে।
যাঁতার ঘর্ষণে যদি ভেঙ্গে না যাইত,
বাঙ্গালী বালারা মালা গাঁথিয়া পরিত।
কড়াই শুঁটির গুন বলা নাহি যায়,
কাঁচা, পাকা রাঁধা খাও, যেবা মনে চায়।
ছাড়ায়ে কড়াই শুঁটি ডালনা রাঁধিবে,
কুচি২ করে আলু তাতে কেটে দিবে।
নূতন চেলের ভাত যতনে রাঁধিয়া,
রোদে পিঠ দিয়ে সুখে খাইবে বসিয়া।
ছাড়ায়ে কড়াই শুঁটি শিলেতে পিষিবে,
ভিতরেতে দিয়া তাহা কচুরি ভাজিবে।
অধরে পূরিলে তাহা জুড়াবে পরাণ,
সুধা এলে তার কাছে কল্‌কে নাহি পান।
ছাড়ায়ে কড়াই শুঁটি মুড়্‌কি মিশালে,
যদি পার, একবার দিয়ে দেখ গালে।
হইবে রসনা তুষ্ট পাইয়া সে তার,
ছানাবড়া রসগোল্লা কোথা লাগে আর।
ছাড়ায়ে কড়াই শুঁটি লুণ লঙ্কা দিয়া,
বারেক খাইয়া দেখ ঘিয়েতে ভাজিয়া।
দশন কৃতার্থ হবে তাহার চর্ব্বণে,
রসনা হইবে তুষ্ট তার আস্বাদনে।
নিরামিষ ভোজী যত বিধবার দল,
এ শীতে কড়াই শুঁটি তাদের সম্বল।
ছাড়ায়ে যতনে তারা ডালনা রাঁধিয়া,
হাত রুটি দিয়া খায় রোদে পিঠ দিয়া।
পাইয়া কড়াই শুঁটি আনন্দিত মন,
কাঁচকলা কুমড়ায় থাকে না যতন।
চেলে ডেলে মিশাইয়া করিলে রন্ধন,

তাহারে খিচুড়ি বলে জানে সর্ব্বজন।
কড়াই শুঁটির যদি খিচুড়ি খাইবে,
ঘি মসলা দিয়া তবে যতনে রাঁধিবে।
নূতন বোম্বাই আলু ঘিয়েতে ভাজিয়া,
গরম২ খাবে আনন্দে ভাসিয়া।
কড়াই শুঁটির গুন করিনু বর্ণন,
বুঝে দেখ, সত্য মিথ্যা, পাঠক সুজন।

ভুলোই শেষে ভোলানাথ হবে।

২ অধ্যায়।

শীত কালের রাত্রি যেন প্রভাত হইতে জানে না। তিনটার সময় ভুলোর ঘুম ভাঙ্গিল। সে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া বসিয়া রহিল, তথাপি রাত্রি প্রভাত হয় না। তামাক খাইবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু আগুন কোথায়? তামাক সাজিয়া হুঁকোটী হাতে করিয়া ভুলো রাস্তায় গেল, পাহারাওয়ালার আলোতে টিকা ধরাইয়া তামাক খাইতে২ ঘরে আইল। তামাক খাওয়া হইল, তথাপি রাত্রি প্রভাত হয় না। অবশেষে তোপ পড়িল। বোধ হয়, তোপের শব্দে কাকেরা চমকিয়া উঠিয়া কা২ করিতে লাগিল। ভুলো ঝাঁটা গাছটী বগলে করিয়া সাহেবের বাড়ীতে চলিল।

ভুলো সাহেবের বাড়ীর দরোজায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, দরোয়ান বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার ধারে বসিয়া দাঁতন করিতেছে। তাহার দন্ত কাষ্ঠটী পাহারাওয়ালাদের হাতের রুলের মতন, ছুড়িয়া মারিলে মানুষ মরে। ভুলোকে দেখিয়া দরোয়ান বলিল, "তোম্ খাড়া রহ, হাম সাহেবকো খবর দেঁ।" অনন্তর মুখ ধুইয়া সাহেবকে যাইয়া খবর দিল।

সাহেব প্রাতঃকালে বেড়াইবার জন্য লাঠি গাছটী হাতে করিয়া বাহির হইলেন। ভুলো তাঁহাকে দেখিয়া বিনীতভাবে সেলাম করিল। সাহেব বলিলেন, "তোমাকে আর রাস্তা ঝাঁট দিতে হবে না। আজ থেকে আমি তোমাকে হরকরার কর্ম্ম দিলাম, তুমি এখানে থাক, আমার সঙ্গে দশটার সময় আফিসে যেতে হবে।" অনন্তর খানসামাকে কহিলেন, "এই ছেলেটীকে কিছু খাবার দেও।" এই বলিয়া তিনি বাহিরে গেলেন।

ভুলো খানসামার সঙ্গে গেল। খানসামা তাহাকে এক বাটী চা, একটু পাঁওরুটি, ও দুটী কমলালেবু দিল। ভুলো খাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইল।

অনন্তর এক ঘণ্টা পরে সাহেব ফিরিয়া আসিলেন। নটার সময় সাহেব আহার করিলেন, ভুলোরও তখন দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটী উত্তমরূপে হইল। দশটার সময় সাহেব ভুলোকে লইয়া লালদীঘির ধারে আপনার আফিসে গেলেন।

অদ্য হইতে ভুলো হরকরার কর্ম্ম পাইল। বেতন চারি টাকা। দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত আফিসে হাজির থাকিয়া চিঠীপত্র লইয়া এখানে ওখানে যাইতে হয়। এ কর্ম্মে বড় একটা পরিশ্রম নাই। দিবসের অধিকাংশ সময় সিঁড়ির নিকট বসিয়া কাটাইতে হয়।

এ কর্ম্মে ভুলোর বড় সুবিধা বোধ হইল। সে দেখিল, অনেক সময় বসিয়া থাকিতে হয়, এই জন্য আপনার ইংরাজী বাইবেল খানি সঙ্গে লইত, যখন কোন কর্ম্ম না থাকিত, বসিয়া পড়িত।

এক দিন গ্রীষ্মকালে ভুলো দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িতেং ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, বাইবেল খানি কোলে খোলা রহিয়াছে। সাহেব এক খানি চিঠী লিখিয়া ভুলোং করিয়া দুই তিন বার ডাকিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। পরে তিনি আপনি সিঁড়ির নিকট আসিয়া দেখেন, ভুলো বাইবেল কোলে করিয়া ঘুমাইতেছে। সাহেব আবার ডাকিলেন, ভুলো তখন চমকিয়া উঠিল এবং বইখানি মুড়িয়া দাঁড়াইল।

সাহেব বলিলেন, তুমি কি পড়্তে জান?

ভুলো। আজ্ঞে, হাঁ।

সাহেব। কার কাছে শিখেছ?

ভুলো। মার কাছে।

সাহেব। এই বই তোমাকে কেমন বোধ হয়?

ভুলো। এ বড় ভাল বই, মা বলেছেন, এ ঈশ্বরের বাক্য।

সাহেব। তাই বটে, তুমি কি খ্রীষ্টান্?

ভুলো। হাঁ, আমি খ্রীষ্টান্।

সাহেব। খ্রীষ্টান্ কাহাকে বলে?

ভুলো। যে খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে, সেই খ্রীষ্টান্।

সাহেব। খ্রীষ্ট কে?

ভুলো। ঈশ্বরের পুত্র, পাপীর ত্রাণকর্ত্তা।

এমন সময়ে এক জন চাপরাসী এক খানি চিঠি লইয়া আসিল, সাহেব সেই চিঠি খানি পড়িতেং আ-

পনার বসিবার স্থানে গেলেন। ভুলো বসিয়া পুনরায় বাইবেল পড়িতে লাগিল।

এই দিন আফিস বন্ধ হইলে পর, সাহেব ভুলোকে পরদিন প্রত্যূষে আপনার বাড়ীতে যাইতে কহিলেন।

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল বড় রমণীয়। ভুলো প্রাতঃকালে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া রৌদ্র না উঠিতে২ সাহেবের বাড়ীতে চলিল। প্রাতঃকালের ফুরফুরে বাতাসে ভুলোর শরীর শীতল ও মন প্রফুল্ল হইল। কিন্তু মধ্যে পথে দুই এক জন মেতরের সম্মুখে পড়াতেই ভুলোকে নাকে কাপড় দিতে হইল।

সাহেব লাঠি হাতে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে ভুলো যাইয়া সেলাম করিল। সাহেব বলিলেন, "তুমি লেখা পড়া জান, এবং খ্রীষ্টকে প্রেম কর, এতে আমি বড় সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি এক জন বৃদ্ধা বিবিকে বলিয়াছি, তিনি তোমাকে ভাল করে লেখা পড়া শেখাবেন। তোমাকে তাঁর বাড়ীতে থাক্‌তে হবে। তুমি সকালে বিকালে ও রাত্রে তাঁর কাছে পড়্‌বে। চল তোমাকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।"

ভুলো শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল, এবং "যে আজ্ঞা" বলিয়া সাহেবের সঙ্গে২ চলিল।

এই বিবির বাড়ী কলিঙ্গায়। ইনি প্রাচীনা ও বিধবা। আর কেহ নাই, কেবল একটী পৌত্র আছে। তাহার নাম রবার্ট। তাহার ও ভুলোর একি বয়স। সেও এই সাহেবের আফিসে শিক্ষানবিসী করে। সাহেব মধ্যে২ তাহাকে কিছু২ দেন। বিবি একটী সামান্য একতালা বাটীতে থাকেন। বিবিকে দেখিয়াই ভুলোর ভক্তি হইল। সাহেব ভুলোর সঙ্গে বিবির আলাপ করাইয়া দিলেন। ভুলো পরদিন আপনার ভাঙ্গা তপ্তপোষ ও আর যাহা কিছু ছিল, লইয়া এই বিবির বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। সকালে বিকালে ও রাত্রিতে ভুলো বিবির নিকট লেখা পড়া শিখিতে লাগিল। রবার্ট ভুলোর অপেক্ষা অনেক অধিক জানিত।

ভুলো মন দিয়া পড়া শুনা করিতে লাগিল। এখানে খরচ কিছু অধিক হওয়াতে সাহেব তাহার বেতন আর তিন টাকা বাড়াইয়া দিলেন।

পাঠক, ভুলো এবার ভোলানাথ হয় আর কি!

হস্তিবিষয়ক গল্প।

এক বার এক জন ভদ্রলোক শ্রীহট্ট হইতে ডাকের নৌকায় কাছাড়ে যান। নৌকা হইতে শেষরাত্রে ফুলবাড়ী নামক স্থানে নামিতে হয়। বাবুটী সেই খানে নামিলেন। ফুলবাড়ী হইতে কাছাড় পাঁচ ক্রোশ পথ। বাবুটীর বন্ধুরা তাঁহাকে ফুলবাড়ী হইতে কাছাড়ে আনিবার জন্য একটী হাতী পাঠাইয়া দেন। নৌকা হইতে নামিয়া বাবু হাতীতে চড়িলেন, ভৃত্যেরা জিনিষপত্র গুলি হাতীর পৃষ্ঠে চাপাইয়া দিয়া হাঁটিয়া চলিল। অন্ধকার রাত্রি, মধ্যে২ বৃষ্টি

হইতেছে, তাহাতে আবার পথের দুই পার্শ্বে অতিশয় জঙ্গল। হাতীর পৃষ্ঠে পশ্চাতের দিকে একটী ছাতি ছিল, লতায় বাধিয়া সেটী পড়িয়া গেল, কেহই টের পাইল না। কিন্তু হাতী টের পাইয়া মাহুতের অনুমতি বিনা এক বার ফিরিল এবং ছাতিটী শুঁড়ে করিয়া তুলিয়া আবার পূর্ব্বমত চলিল। বাবু কিম্বা মাহুত ইহার কোনই কারণ বুঝিতে পারিলেন না। যখন তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিয়া হাতীর পৃষ্ঠ হইতে নামিলেন, তখন দেখেন, হাতীর শুঁড়ে ছাতি রহিয়াছে।

কোন পল্টনের কাপ্তেন এক বার যুদ্ধযাত্রাকালে হাতীর পৃষ্ঠে, হাতী যত বহিতে পারে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বোঝা চাপাইয়া দেন। কিন্তু হাতী গা ঝাড়া দিয়া তাহা ফেলিয়া দেয়। সাহেব আবার পূর্ব্ব পরিমাণ বোঝা চাপান, আবার হাতী তাহা ফেলিয়া দেয়। ইহাতে সাহেব

রাগত হইয়া তাম্বুর এক খুঁটি লইয়া হাতীর মাথায় গুরুতর প্রহার করেন। হাতী তখন কিছু বলে না। ইহার কয়েক দিন পরে এক দিন হাতী নদীতে যাইতেছে, এমন সময়ে সাহেব সেই রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিলেন, হাতী তাঁহাকে শুঁড়ে করিয়া ধরিয়া এক অশ্বত্থ বৃক্ষের উচ্চ ডালে বসাইয়া রাখিল। সেখান হইতে সাহেবের নামিয়া আসিতে বড় কষ্ট হইল।

এক ঘাটে এক ধোপানী কাপড় কাচিত। প্রতি দিন মাহুত সেই ঘাটে একটা হাতীকে স্নান করাইতে লইয়া যাইত। এক দিন ধোপানী কৌতুক করিয়া খানিকটা নীলের জল হাতীর চখে মুখে ছিটাইয়া দিল। হাতী ইহাতে কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া ধোপানী যেখানে কাপড় শুকাইতে দিয়াছিল, সেই দিকে গেল। ধোপানী তাড়াতাড়ি যাইয়া কাপড় গুটাইতে লাগিল, কিন্তু এ দিকে তাহার তিন বৎসর বয়সের ছেলেটী যে ঘাটের ধারে রহিয়াছে, তাহা তাহার মনে ছিল না। হাতী কাপড় নষ্ট করিতে পারিল না বটে, কিন্তু ছেলেটীকে শুঁড়ে করিয়া ধরিয়া জলে নামিল, এবং ঘাটে যে এক খানি নৌকা লাগান ছিল, তাহার উপরে বসাইয়া রাখিল। ছেলেটীর কোন ক্লেশ হইল না।

যীশু !

তাপিত পথিক যথা নিদাঘ দহনে,
জুড়ায় পরাণ গিয়া ছায়ার চরণে।
সেই রূপ জ্বলে পুড়ে সংসার জ্বালায়,
জুড়াই পরাণ আমি তোমার ছায়ায়।
তুমি রাজা, মম মন তব সিংহাসন,
রজনীতে শশি তুমি, দিবসে তপন।
নিরাশা সাগরে তুমি মম আশাতরি,
বিপদেতে বন্ধু তুমি জীবন লহরি।
সংসার অরণ্যে তুমি আশ্রয়েরস্থান,
শোকে তাপে জ্বলি যবে, কর শান্তি দান।
একমাত্র পুত্র মম নয়ননন্দন,
অকালে কালের গ্রাসে পড়িল যখন।
বিরলে বসিয়া উচ্চে করিনু রোদন,
তুমি মম নয়নাশ্রু করিলে মোচন।
পরম আত্মীয় তুমি বান্ধবপ্রধান,
মম পাপ তরে নিজে প্রদানিলা প্রাণ।
মম পাপ বোঝা তুমি নিজে তুলে নিলে,
পাপঋণ হতে মোরে বিমুক্ত করিলে।
শান্তির আধার তুমি স্বর্গের দুয়ার,
এভব জলধি জলে তুমি কর্ণধার।

বেঞ্জামিন ফাঙ্কলিন।

বোধ হয়, আমাদের কোমল প্রকৃতি পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে জানেন। ইনি আমেরিকার অন্তঃপাতি বোষ্টন নগরে এক দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু অবশেষে অসাধারণ অধ্যবসায়, পরিশ্রম, সাধুতা, সাবধানতা ও মিতব্যয়িতা প্রভৃতি গুণে অসামান্য বিদ্যাবান্ ও ধনবান্ হইয়া উঠেন। কি আমেরিকায় কি ইউরোপে, সকল স্থানেই ইনি বিশেষ মর্য্যাদা লাভ করেন। ইউনাইটেডষ্টেটের যে এত উন্নতি ও স্বাধীনতা দেখিতেছ, ফ্রাঙ্কলিনই তাহার প্রধান কারণ। ইনি আপন পিতার দোকানে সামান্য পত্রবাহকের কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরিণামে আমেরিকার মধ্যে প্রধান পদারূঢ় হইয়াছিলেন। এই মহাপুরুষ আপন ভ্রাতষ্পুত্রকে আপনার বিষয়ে এই সত্য উপাখ্যানটী লিখিয়াছিলেন ;—

বাঁশী।

“ছেলেবেলা সাত বৎসর বয়সের সময়ে এক দিন পরবের নিমিত্ত আমার আত্মীয়েরা আমাকে কতকগুলি পয়সা দিয়াছিলেন। সেই পয়সাগুলি লইয়া যে দোকানে খেলানা বেচা কেনা হইত, সেই দোকানের দিকে বরাবর চলিলাম। যাইতে২ পথে একটী ছেলের হাতে একটী বাঁশী দেখিতে পাইলাম। সেই বাঁশীর স্বরে আমার মন মোহিত হইল। আমার কাছে যতগুলি পয়সা ছিল, আপন ইচ্ছায় সেই সমুদায় তাহাকে দিয়া সেই বাঁশীটী লইলাম। পরে বাড়ীতে গিয়া চারিদিকে বাঁশী বাজাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আমার বড় আমোদ হইল, কিন্তু পরিবারের মধ্যে সকলেই বেজার হইলেন। আমার ভাই ভগ্নী সকলে বাঁশীটীর দামের কথা শুনিয়া আমাকে বলিলেন, বাঁশীটীর ঠিক দামের চেয়ে চারিগুণ জেয়দা দেওয়া হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমি মনে২ ভাবিলাম, বাকি পয়সাগুলি থাকিলে আরো কত ভাল জিনিষ কিনিতে পারিতাম। তাঁহারা আমার বোকামির নিমিত্ত আমাকে এত ঠাট্টা করিতে লাগিলেন যে, আমি বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। আর উহা মনে করিয়া বাঁশী পাইয়া যত খুসি হইয়াছিলাম,তাহার চেয়ে

জেয়দা দুঃখিত হইলাম।

যাহা হউক,পরে ইহা আমার কাজে লাগিয়াছিল। এই দুঃখ বরাবর আমার মনে থাকাতে, যখন আমার অকেজো জিনিষ কিনিতে ইচ্ছা হইত, আমি তখনি আপনাপনি বলিতাম, বাঁশীর নিমিত্ত জেয়াদা দিওনা, ও এই রূপে পয়সা বাঁচাইতাম।

যখন আমি বড় হইয়া সংসারে প্রবৃত্ত হইলাম ও লোকের কাজ কর্ম্ম দেখিতে লাগিলাম, তখন বোধ হয়, অনেককেই দেখিলাম, তাঁহারা বাঁশীর নিমিত্ত বড় জেয়াদা দিয়াছেন।

যখন আমি কাহাকে রাজসম্মানের নিমিও অত্যন্ত অভিলাষী হইয়া, উহা লাভ করিবার নিমিত্ত রাজসভায় যাইয়া আপন সময়, বিশ্রামসুখ, স্বাধীনতা, সাধুতা ও কখন২ বন্ধুগণকেও হারাইতে দেখিতাম, তখন আমি আপনাপনি বলিতাম, এই ব্যক্তি বাঁশীর নিমিত্ত জেয়াদা দেয়।

যখন আমি অত্যন্ত লোকানুরাগপ্রিয় কোন লোককে আপনার কাজকর্ম্মে অবহেলা করিয়া, সর্ব্বদা রাজনীতিসংক্রান্ত গোলযোগে ব্যাকুল হইতে ও এই রূপ অবহেলাতে আপন কাজের হানি করিতে দেখিতে পাই, তখন আমি বলি, এই ব্যক্তি বাঁশীর নিমিত্ত জেয়াদা দেয়।

যখন আমি কোন কৃপণ লোককে ধন সঞ্চয়ের নিমিত্ত ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল থাকায়,পরোপকার করার সুখে, প্রতিবেশীদের সমাদরে, হিতকারি বন্ধুত্বের আনন্দে জলাঞ্জলি দিতে দেখিতে পাই, তখন মনে২ বলি, হতভাগ্য নর! তুমি তোমার বাঁশীর নিমিত্ত বড় জেয়াদা দিচ্চ।

যখন আমি কোন সুখাভিলাষী লোককে কেবল শারীরিক সুখের নিমিত্ত মনের সর্ব্বপ্রকার প্রশংসনীয় উন্নতি ও আপন ঐশ্বর্য্যে বিসর্জ্জন দিতে দেখিতে পাই, তখন আমি মনে২ বলি, নির্ব্বোধ মনুষ্য! তুমি আপনার নিমিত্ত সুখের বদলে দুঃখই আয়োজন করিতেছ, তুমি বাঁশীর নিমিত্ত বড় জেয়াদা দিচ্চ।

যখন আমি কোন ব্যক্তিকে আপনার ক্ষমতার অতিরিক্ত ভাল পোষাক, ভাল জিনিষ পত্র ও ভাল গাড়ি ও ভাল ঘোড়ার নিমিত্ত ঋণগ্রস্ত

হইয়া কারাগারেই যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করিতে দেখিতে পাই, তখন আমি বলি, আহা! এই ব্যক্তি ইহার

বাঁশীর নিমিত্ত বড় জেয়াদা দিয়াছে।

যখন আমি কোন সৎস্বভাব সুন্দরী যুবতীকে অসৎস্বভাব পশুতুল্য পতির হাতে পড়িতে দেখিতে পাই, তখন আমি বলি, আহা! কি আক্ষেপের বিষয়! এই যুবতী একটী বাঁশীর নিমিত্ত এত দিয়াছে!

ফলতঃ আমি মোটামুটি বুঝিয়া দেখিয়াছি যে, জিনিষের দামের বিবেচনার ভুল ও বাঁশীর নিমিত্ত বড় জেয়াদা দেওয়াতেই লোকের অধিকাংশ দুঃখ ক্লেশ ঘটিয়া থাকে।"

আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা উপধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া, ধন, সময়, শরীর ও আত্মা পর্য্যন্ত নষ্ট করিতেছেন, বোধ হয়, তাঁহারা ফ্রাঙ্কলিনের এই সত্য উপাখ্যানটী পাঠ করিয়া সতর্ক হইবেন ও পাপিগণের ত্রাণকর্ত্তা যীশুতে আপনাদের বিশ্বাস দৃঢ়তররূপে স্থাপন করিবেন। উপধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া তাঁহারা যে সুধু বাঁশীর নিমিত্ত জেয়াদা দিচ্চেন, এমন নয়, অনন্তজীবনলাভেও বঞ্চিত হইতেছেন।

মেরি এন্টোনেট।

মেরি এণ্টোনেটির জীবনচরিত মনুষ্য জীবন ও পার্থিব সুখের অস্থায়িত্বের একটী জীবন্ত প্রমাণ। আমাদের সীতা যেমন রাজকন্যা, রাজবধূ ও রাজপত্নী হইয়া রাবণের অশোকবনে ও অরণ্যে ঋষিপত্নীদিগের সহিত কাঙ্গালিনীর বেশে বাস করিয়া অবশেষে কালগ্রাসে পতিত হন, তদ্রূপ মেরি এণ্টোনেটিও ভায়েনা দেশের রাজকুমারী, ফরাশী দেশের রাজবধূ ও রাজরাণী হইয়া অবশেষে অন্ধকারময় কারাগারে বাস ও নিষ্ঠুররূপে হত হন। ফরা-

শী জাতি চিরকালই উদ্ধতস্বভাব। এই জন্য উক্ত দেশে মধ্যে২ রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে। সম্রাট্ পঞ্চদশ লুইয়ের মৃত্যুর পর, ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাশীদেশে ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হয়। ষোড়ষ লুই, সম্রাট্ ও মেরি এণ্টোনেটি তাঁহার রাজ্ঞী ছিলেন। দেশ মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা রাজবাটী হইতে রাত্রিকালে পলায়ন করিয়া মেনিহোলড্ নামক স্থানে যাইয়া বাস করেন। কিন্তু শত্রুপক্ষীয় লোকেরা জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারে অবরুদ্ধ করে। তাঁহারা যে পারিস নগরের অধিপতি ছিলেন, এবং যে নগরে পরমসুখে শকটারোহণে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, এক্ষণে সেই নগরে তাঁহাদিগকে বন্দীভাবে কালযাপন করিতে হইল। দুই বৎসর পরে বিদ্রোহিগণ যুদ্ধে জয়ী হইল। সম্রাট্ ষোড়ষ লুই ও রাজ্ঞী মেরি এণ্টোনেটি এই দুই বৎসরকাল কারাগারে থাকিয়া ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিলেন। যুদ্ধে জয়ী হইয়া বিদ্রোহিরা সম্রাটের পক্ষীয় লোকদিগকে দণ্ড দিতে আরম্ভ করিল। সম্রাটেরও প্রাণদণ্ড হইল। অবশেষে রাজ্ঞী মেরি এণ্টোনেটির বিচার হইল। শত্রুরা তাঁহাকে ফাঁসি দিল। ১৭৯৩ অব্দের ১৪ ই অক্টোবরে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। তাঁহার শিশু পুত্র এক উপানৎকারের রক্ষণাধীনে রহিলেন। সে তাঁহাকে অতিশয় কষ্ট দেয়।

এক শিশু লইয়া দুই নারীর বিবাদ।

চারি মাস বয়সের শিশু মনোহর,
তাই লয়ে নারী দ্বয়ে বিবাদ বিস্তর।—
পাঁচি বলে, "এনন্দন,
আমার হৃদয়-ধন ;
কি বলে বলিস্ তোর, মর, মর, মর !
ধরিনু উদরে যারে,
কেমনে ছাড়িব তারে,
হ্যাঁরে পোড়ামুখি, তোর নাই কি মরণ ?
বিধবা রমণী আমি,
জাগিয়া সমস্ত যামী,
কত কষ্টে পালিতেছি এ অমূল্য ধন।
কেনেলো কাতর, দেখে পরের তনয়,
নাহি কি লো মনে কিছু ভয় ?
পরের তনয় লয়ে,

যশোদার মত হয়ে,
(মরি লাজে লোকে বা কি কয় !)
পর পুত্রে পুত্রবতী, ছি, কি বিড়ম্বন !"
শুনিয়া পাঁচির কথা হারাণী তখন,
পাঁচির দুহাত ধরে,
কহিল বিনয় করে !—
"এ মম রতন ;
কেন মিছা কর দ্বন্দ্ব,
কেনই বা বল মন্দ ?
পায়ে পড়ি, দেও মম অঞ্চলের ধন !
আমিও বিধবা, কেহ নাহি ত্রিভুবনে,
ছেড়ে দাও মম বাছাধনে !
কাঁদা[ই]ওনা অভাগীরে,
দেও মোর ধনে ফিরে,
এযে মম প্রাণ,
কোলে করে জুড়াই পরাণ।"

হারাণীর কথা শুনে পাঁচি তাড়াতাড়ি,
ছেলে কোলে করে চলে গেল রাজবাড়ী ;
হারাণীও সঙ্গে২ করিয়া গমন,
বলিল রাজার কাছে সব বিবরণ।
রাজা বড় বুদ্ধি ধরে,
কৌশলে বিচার করে,
জানিতে নিগূঢ় তত্ত্ব মানস করিল !
জল্লাদেরে বলে ডাকি,
"আমার সম্মুখে রাখি,
এ নব কুমারে,
করাতে দুভাগ করি দেও দুজনারে।"
শুনিয়া রাজার আজ্ঞা হারাণী অমনি,
কাঁদিয়া বলিল,"শুন, শুন নৃপমনি,
কেট না বাছারে, তুমি দেওগো উহারে,
তথাপি দেখিতে পাব যদি বেঁচে রয়।"
বল ত পাঠক এটী কাহার তনয় ?

সান্ত্বনা প্রার্থনা।

বিপদের কালে যবে পাপ প্রলোভন,
চঞ্চলিত করে মম চিত্ত আর মন ;
কৃত পাপ আমি করি স্বীকার যখন,
করিও সান্ত্বনা মোরে পবিত্র আত্মন ?
পীড়িত শয্যায় আমি যে কালে শায়িত,
শরীর হৃদয় দুই যে কালে পীড়িত ;
মৃত্যু ভয়ে অশ্রুজলে ভাসে দুনয়ন,
করিও সান্ত্বনা মোরে পবিত্র আত্মন !
হাহাকার করে যবে দারাপুত্র ভাই,
সমস্ত জগৎ শূন্য দেখিবারে পাই ;
চারি দিকে দাঁড়াইয়া প্রিয়তমগণ,
করিও সান্ত্বনা মোরে পবিত্র আত্মন !
ক্রমে যবে নাড়ী ক্ষীণ শরীর দুর্বল,
জ্ঞানভ্রষ্ট বুদ্ধি নষ্ট ইন্দ্রিয় বিকল ;
কবিরাজ অপারগ রক্ষিতে জীবন,
করিও সান্ত্বনা মোরে পবিত্র আত্মন !
শেষের নিশ্বাস যবে পরিত্যাগ করি,
চিরতরে এ সংসার যাই পরি হরি ;
আমারে ঘেরিয়া করে সকলে রোদন,
করিও সান্ত্বনা মোরে পবিত্র আত্মন !

ভবানীপুর সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু দ্বারা মুদ্রিত।